দৈনিক সংবাদ

20

04 FEB 1986
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা... .. ...5... কলাম...1 ... ...

পাবনার দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার শিক্ষা

ছাত্র ও বাস শ্রমিকদের মধ্যকার বিরোধকে কেন্দ্র করে গত শনিবার পাবনায় এক দারুণ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে গেলো। বাসের ভাড়া নিয়ে বচসার দরুন বাস শ্রমিকদের হাতে একজন ছাত্র লাঞ্ছিত হওয়ায় ছাত্ররা তার প্রতিবাদ জানাতে গেলে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। পরের দিকে একদল শ্রমিক লাঠি-সোঁটায় সজ্জিত হয়ে কলেজে হামলা চালায়। এ হামলায় কলেজের অধ্যক্ষ, চারজন অধ্যাপক ও ৫০ জন ছাত্র আহত হয়। গুরুতরভাবে আহত হওয়ায় অধ্যক্ষ, অধ্যাপকগণ ও সাতজন ছাত্রকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এর পরে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা শহরের বিভিন্ন এলাকায় বাস শ্রমিকদের ওপর হামলা ও বাস ভাংচুর করতে থাকলে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য জেলা প্রশাসনকে সান্ধ্য আইন জারি করতে হয়। হাঙ্গামায় বহু বাস ও মিনিবাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এক পর্যায়ে একজন বাস মালিক তার বাড়ী থেকে কয়েক রাউণ্ড গুলী ছুড়লে ছাত্রসহ কয়েকজন লোক আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। গত দু'দিনেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি।

ছাত্রদের কনসেশন ভাড়াকে কেন্দ্র করে অনেক ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দিচ্ছে। অসহিষ্ণু আচরণের মধ্য দিয়ে এ থেকে জটিল পরিস্থিতিরও উদ্ভব হচ্ছে মাঝে মাঝেই। দু'পক্ষের আচরণ যৌক্তিক হলে, তারা সংযমের পরিচয় রাখলে এ নিয়ে বিরোধ এড়ানো সহজ হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বাস কণ্ডাক্টর ছাত্রদের কনসেশন ভাড়া মেনে নিতে রাজী নয়। আবার কোন কোন ছাত্রকে দেখা যায় এ কনসেশন পাওয়ার জন্যে যে নিয়ম রয়েছে (অর্থাৎ পরিচয়পত্র দেখানো ইত্যাদি) সেগুলো পালন না করেই তা দাবী করতে। সাধারণভাবে স্বীকৃত সুবিধা মেনে নিতে কোন শ্রমিকেরই দ্বিধার কারণ থাকতে পারে না। এ ব্যাপারে বাস মালিকদের স্পষ্ট নির্দেশ অনেক ঝামেলা এড়াতে পারে।

আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার সময়োচিত ব্যবস্থার অভাবে পাবনার পরিস্থিতি এমন জটিল-রূপ নেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টির উচ্চ-পর্যায়ে সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। সেদিন সকাল থেকে বিভিন্ন উত্তেজনাকর ঘটনার পরেও কি করে উচ্ছৃংখল একদল লোকের পক্ষে সম্ভব হলো কলেজ প্রাঙ্গণের ভিতরে ঢুকে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক-দের ওপরে হামলা চালানো, একথা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। কর্তৃপক্ষকে সান্ধ্য আইন জারি করে যার মোকাবেলা করতে হয়েছে। আগে থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হলে পরিস্থিতির এতটা অবনতি কি হতে পারতো? ঘটনাটির সার্বিক তদন্ত ও তার মধ্য দিয়ে যারা দোষী প্রমাণিত হবে তাদের যোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা অবশ্যই হতে হবে।